@@@ 'গোত্রান্তর' - নাটকের হরেন্দ্র চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

উঃ- হরেন্দ্রনাথ বা হরেন মাস্টার 'গোত্রান্তর' নাটকের প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র নাটকটি আবর্তিত হয়েছে । তার জীবন ও তার পরিবারের উদবাস্তু জীবন এর টানাপোড়েনের অভিব্যক্তিই নাটকের আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য চরিত্রগুলি তার প্রয়োজনেই উপস্থিত হয়েছে।

হরেন্দ্র চরিত্রের মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান। একটি হল পরিবারের কর্তা,স্বামী, পিতা, সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে একজন প্রকৃত শিক্ষক ও গুরু। যিনি অন্ধকার থেকে আমাদের আলোর দিশাই নিয়ে যেতে সাহায্য করে। হরেন্দ্রর পরিচয় সে একজন শান্তি কলোনির দোচালা প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।যেখানে ছাত্রসহস্র নামমাত্র। বিদ্যালয় উঠে যাওয়ার জোগাড়। জাতশিক্ষক হরেন্দ্র শিক্ষকতা ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার নিজের কথায়- "বিদ্যালয় না চললে আমিও অচল।আর তো কিছু শিখি নাই,জানি এক গুরুগিরি।" তার দৃঢ় বিশ্বাস - "দেখি যদি গলতি না থাকে শিষ্য একদিন পাবই, - য়্যাদ্দিন শিষ্য খুঁজেছে গুরুকে, আজ না হয় গুরুই গন্ডি ভেঙ্গে শিষ্য খুজতে বার হবে।"

আবার রাখালের সাথে কথোপকথননে তিনি সাহসের পরিচয় দেখিয়েছেন। জমির বোর্ড আর দালাল রাখালকে তিনি মুখের উপর বলেছেন -" কনসেসন দেয়ও তো আবার কনডিশন বুইঝা।" বোর্ডের কাছ থেকে জমি না পাওয়ার কারনও তিনি জানেন -" কমী-ই থাক আর বেশি-ই থাক, আমাগো জন্য এক সূতা নাই। আমাদের হাতে নাই পয়সা,দ্বিতীয়ত আমরা বেইমানি করতে পারি না।" এরপর তিনি তার ভাই কেশবের প্রচেষ্টায় সপরিবারে কলকাতায় নিয়ে চলে আসে। কিন্ত সেখানেও এক ব্যাপার। কেশবের চাকরি চলে যায় ও তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়।এমন সময় তাদেরকে ভাড়াবাড়ি থেকে কানাইয়ের হাত ধরে উঠতে হয় বস্তি বাড়িতে।

এই বস্তিতেও এসে হরেন্দ্র মাস্টার শান্তি পাই না। তাকে সেখানে ধাওয়া করে কাবুলিওয়ালা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তার বউ এর গয়না বিক্রি করে তিনি কাবলুওয়ালার ঋন শোধ করে। এরপর ভাগ্যচক্রের সন্ধানে তিনি আবার বস্তির নুতন ইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে।যে উচ্চ আদর্শ তিনি সকল ছাত্র ছাত্রীদের তথা সকল বস্তিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান সেটি হল -"চোখ বুইজ্যা এক্কেরে ইতিহাস এর বিষয়বস্তু হইয়া না থাইক্যা, আইসো সকলে মিলে আমরা ইতিহাস বানাই।"

এরপর তিনি বস্তির ছেলে মেয়েদের মধ্যে রোপন করে দিতে চান প্রকৃত শিক্ষার বীজ। তাই তাদের তিনি শেখান - "ক-তে কলাগাছ, খ-তে খরগোশ আমরা বলব না! আমরা বলব ক-তে কলকারখানা, খ-তে খেতখামার,গ-তে গান্ধীরাজ,ঘ-তে ঘরে ঘরে ভাই।" বস্তির প্রত্যেক বাসিন্দা হরেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তার স্থান হৃদয়ে।বস্তিবাসি কানাই এর কথায় - "আরে ও রকম মানুষ হয় না।"

আপনাভোলা ছাত্রদরদী মানুষ হরেন্দ্র বিভিন্ন সাংসারিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এমন কি নিজের বউ এর কাজকর্মও তার অজানা। তাই শৈলী যখন শঙ্করী কাজকর্মে তাকে দোষারোপ করে তখন তিনি বলে ওঠেন- "এত কথার আমি তো কিছুই জানি না। ঘোষবাড়ি, ছোটবাবু, আমার বউ নিব বামনির কাম সেইখানে ? এরপর নিজের বউ এর কৃতকমে হতাশ হয়ে তারউক্তি - " লাঠির কাছ দিয়েই তো ঘুরিফিরি, তবে লাঠি আমার মাথা চিনে না,চাও কি নিজের মাথা নিজেই ফাটামু আমি ?" কিন্তু কোন মানুষের বেইজ্জতি, অপমান সহ্য করে না।

হরেন্দ্র স্বভাবের দিক থেকে সহজ-সরল হলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ এ তিনি সর্বদা মুখর।তাই শঙ্করীর কথা শুনে তিনি রাখঢাক না রেখে কানাইয়ের মা শৈলীকে তিনি প্রশ্ন করেছেন -" এসব কি ব্যাপার বুড়ি ? টিকতে দিবেনা ঠিক করেছ ?" শৈলী বিষয়টি বুঝতে না পেরে তিনি বলেন - "সকালে বাড়ি থেকে বাইর হইছি, বাড়ি ফিরা শুনি কি বিশ্রী ঘটনা বল - তোমার ছেলে কানাই,আমার মাইয়ারে নাকি বেইজ্জতি করেছে।"

একসময় হরেন্দ্র জানতে পারে কানাই গৌরীকে ভালবাসে আর গৌরীও কানাইকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা শংকর এর কাছে অসম্ভব হলেও হরেন্দ্র তা স্বীকৃতি দেয়। তাদের বিবাহের আয়োজন করে। ন্যায়সঙ্গতভাবেই মেয়ে গৌরীর গোত্রান্তর ঘটে ঘটে যায়। তাহলে সমগ্র নাটকটি আলোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি হরেন্দ্র মাস্টার একজন সহজ-সরল,নম্র,ভদ্র,শান্ত স্বভাবের সাংসারিক মানুষ। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোস করেননি, ধর্ম কে সঙ্গে করে এগিয়েছেন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য 'গোত্রান্তর' নাটকে হরেন্দ্র চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন এবং তা যথোপযুক্তভাবে সার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

.....

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)
M- 8072190258